দৈনিক সংবাদ

10

তারিখ NOV. 15 [illegible]
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

পাঠ্যপুস্তকে ক্ষুদিরাম বসুর মূল্যায়ন

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। দীর্ঘ নয় মাসের সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে শহীদ হয়েছিল প্রায় ত্রিশ লাখ বীর সেনানি। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে এটাই প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ২১৪ বছরের সংগ্রামী ইতিহাস। এই সংগ্রামী ইতিহাসে লেখা আছে বাংলার অনেক বীর সেনানির নাম। তাদের মধ্যে অন্যতম ক্ষুদিরাম বসু। কিশোর বয়সেই দেশমাতৃকার জন্য তিনি যে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা আজও ইতিহাসের পাতায় অম্লান। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে শক্তি সরকারিদল হিসেবে আসীন থাকলেও বাংলার সূর্যসন্তান এই ক্ষুদিরাম বসুকে ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষে সংশোধিত ও পরিমার্জিত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত দশম শ্রেণীর 'মাধ্যমিক সামাজিক বিজ্ঞান' বইটিতে একজন সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বইটির ৭৩ পৃষ্ঠার ২৭তম লাইনে বলা হয়েছে "সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।" যদি গভর্নর ফুলারকে হত্যার চেষ্টা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হয় তবে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনও একটি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এবং শেখ মুজিব একজন সন্ত্রাসী বলে ইতিহাস বিকৃতির ধারাকে উৎসাহিত করা সহজ হবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, তাদের বইয়ের এই লাইনটির উদ্ধৃতি প্রদানের মাধ্যমে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কালিমা লেপন করেছে। তাদের মনে রাখা উচিত ছিল ইতিহাস একজনের জন্য নয়, সর্বকালের সর্বসাধারণের জন্য। ইতিহাস যেমন শেখ মুজিবের জন্য তেমনি ক্ষুদিরামের জন্যও ইতিহাস। আর এরপরও যদি তাদের বোধোদয় না হয় তবে তো বলতেই হয়-

"সত্যের বেসাতি এখন আর হয় না,
সত্য যে মহা বিপদসীমায় দাঁড়িয়ে,
ভুল ত্রাসে কে কবে উচ্চারণ করেছে
'সত্যম শিবম্ সুন্দরম'
কথাটিতে আজ আর সত্য নিহিত নেই,
অচল পয়সার মতো ওকে ফেলে দিতে হবে,
বুক পকেটে আগলে রাখার প্রয়োজন নেই।"

হাসান আহমেদ কাজমী
১০ম শ্রেণী
সেন্ট জোসেফস্ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা।